দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 12 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

Report

নামেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ॥ প্রতিষ্ঠার দু'বছর পরও চলছে জোড়াতালি দিয়ে

মহিউদ্দিন আহমেদ ॥ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দু'বছর পরও জোড়াতালি দিয়েই চলছে পুরনো ঢাকার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। অসম্পূর্ণ সিন্ডিকেট, কলেজ পর্যায়ের শিক্ষক, সেকেলে ল্যাব ব্যবস্থা, ক্লাস রুম সঙ্কট ও লাইব্রেরীবিহীনভাবেই চলছে উচ্চ শিক্ষার এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। ফলে যুগোপযোগী উচ্চ শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়মানের একটি সনদ পেলেও মেধা বিকাশের দিক দিয়ে তারা অন্যদের চেয়ে পিছিয়েই থাকছে।

২০০৫ সালের শেষ দিকে পুরনো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ কলেজ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেও এখন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ সিন্ডিকেট গঠন হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১৬ সদস্যের সিন্ডিকেট গঠনের নিয়ম থাকলেও বর্তমানে রয়েছেন ১৪ জন। এদিকে শিক্ষক সঙ্কটের কারণে একাডেমিক কার্যক্রমও হয়ে পড়েছে গতিহীন। ৩০ হাজার শিক্ষার্থীর বিপরীতে আড়াই শ' কলেজ পর্যায়ের, অর্ধশতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ এবং কিছু খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। শিক্ষার্থীর অনুপাতে শিক্ষক কম হওয়ায় সময়মতো পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশে ব্যর্থ হচ্ছে পরীক্ষা অধিদফতর। বিষয়টি পরীক্ষানিয়ন্ত্রক প্রফেসর জহিরুল হক স্বীকার করেছেন। জনবলের কারণে একাডেমিক কার্যক্রম চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে বলে জনকণ্ঠের কাছে স্বীকার করে উপাচার্য প্রফেসর এসআই খান। বহুতল ভবন নির্মাণের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী এক বছর ধরে বন্ধ। আগামী ছয় মাসেও শিক্ষার্থীরা লাইব্রেরী সুবিধা পাবে না। দীর্ঘদিন লাইব্রেরী না থাকায় পর্যাপ্ত তথ্য নিয়ে নোট করতে না পেরে পরীক্ষার জন্য গাইড বইয়ের ওপর নির্ভর হয়ে পড়ছে তারা। শুধু তাই নয়, কলেজ আমলের ল্যাব দিয়ে বিজ্ঞান চর্চা চালাচ্ছে অনার্সের শিক্ষার্থীরা। শুধু আন্তরিকতার অভাবে গত দুই বছরে আধুনিকমানের ল্যাব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস রুম সঙ্কটও রয়েছে। ইতিহাস, বাংলা, দর্শনসহ কয়েকটি বিভাগে ক্লাস রুম সঙ্কটের কারণে সেমিনার রুমে ক্লাস নেয়া হয়। কিছু কিছু বিভাগে ৬০ ভাগের বেশি শিক্ষার্থী উপস্থিত হলে দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয়– এসব অভিযোগ শিক্ষার্থীদের। এ প্রসঙ্গে ভিসি প্রফেসর এসআই খান জনকণ্ঠকে বলেন, নতুন এই বিশ্ববিদ্যালয়কে উচ্চ শিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তিনি বলেন, যেসব সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে শিক্ষক সঙ্কট ছাড়া অন্যগুলো আগামী ছয় মাসের মধ্যে সমাধান হয়ে যাবে।